KANDI RAJ COLLEGE

4TH SEM - BENG - G - LCC - T - 2

পর্ব-২ নাটক- মুক্তধারা

(২০)

রবীন্দ্রনাট্যপ্রসঙ্গে- মুক্তধারা

আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও সাহিত্যের নানা শাখায় ছিল তাঁর সুচ্ছন্দ পদচারণা, তিনি বিশেষ একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শুধু নয়, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, চিত্রকর-সঙ্গীতস্রষ্টা। তিনি বাংলা সাহিত্যের সব শাখাকেই সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর সৃষ্টি প্রতিভার আলোকে। নাটক রচনায় ক্ষেত্রেও অনন্য প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন (বিশেষত কাব্যধর্মী সাংকেতিক নাটক রচনায়)।

আধুনিক যুগে (উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে) বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার সূত্রপাত করেছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন- মধুসূদন দত্ত- দীনবন্ধু মিত্র- গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এঁরা পাশ্চাত্য নাটকের অনুসরণে নাটক রচনা শুরু করেন, এবং বাংলা নাট্যশালা স্থাপন করে নাটক অভিনীত হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বেলগাছিয়া নাট্যশালা (জোড়াসাঁকো নাট্যশালা- প্রভৃতি, ঠাকুরবাড়ির আনন্দ ধনী ব্যক্তিই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর)। রবীন্দ্রনাথও ছেলেবেলায় উত্তীর্ণ হয়ে নাটক রচনায় হাত দেন- এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বাল্মীকি-প্রতিভা'।

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে নাটকের পার্থক্য আছে, নাটক'কে কাব্যের দৃশ্যকাব্য - যেখানে নাট্যকার কেবল কাহিনীর কথামাত্র মধ্যে দিয়ে নাট্যকারের ভাবনার রূপ দেবেন। নাটক রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতনভাবে পদচারণা শুরু করেন তিনি নাটকের দৃশ্যকাব্য রূপ চিত্রণে সচেষ্ট হন, তাই তাঁর নাটকগুলিতে কাহিনীভাবের আলো-ছায়ার স্বপ্ন রাজ্যের গভীর অনুভব প্রকাশ পায়। যা খুবই স্বাভাবিক, সমালোচক যথার্থই বলেন:- His dramatic work is the vehical of ideas rather than the Expression of action. সুতরাং রবীন্দ্রনাথের নাটক ভাব-অনুসারী (ভাবমূলক) যা তাঁর কবি প্রতিভারই বাহন হয়ে উঠেছে।

তিনি নানা প্রজাতির নাটক রচনা করেছেন। সমস্যা-সংকট-নাট্যকাব্য (সমস্যা ক্রমবৃদ্ধি, কাল্পনিকতা প্রভৃতি), প্রচলিত নাট্যরীতি অনুসরণ করে (পঞ্চাঙ্ক নাটক) শিক্ষাদর্শ বিসর্জন, মানবিকতা, রূপকনাট্য (হাস্যকৌতুক) - 'গোড়ায় গলদ', 'বিজুলিরি খাতা' - ই প্রমুখ।

রবীন্দ্রনাথ নাট্যকার হিসাবে বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্য প্রতিভার সার্থক রেখেছেন তত্ত্বমূলক নাটক রচনার জন্য। তাঁর প্রতিভার তত্ত্ব (রূপক-সাংকেতিক নাটক) নাটকের মধ্যে তিনটি নাটকের নাম উল্লেখ করতেই হয়। ১৯১৬ - ১৯৩২ - এর মধ্যে লিখিত নাটকগুলি হল 'রক্তকরবী' (১৯২৬) মুক্তধারা (১৯২৫) ফাল্গুনী নাটক (১৯৩২)। তিনটি নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যার বাস্তব রূপ উপস্থাপিত করেছেন। এই সময় দেশের শিল্পক্ষেত্রে বিশ্বযুদ্ধোত্তর উগ্র রাজনৈতিক, উগ্রতর অর্থনৈতিক সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছিল তা তিনি উক্ত তিনটি নাটকের অর্থদেহের মধ্যে দিয়ে (সাংকেতিকের ছদ্মে) (রীতিমত) তাঁর ভাবনা প্রকাশ করেন, নাটক যে সমাজ সংসারের দর্পণ, অন্যান্য নাটক 'মুক্তধারা' (১৯২৫) সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী লোভের সাথে পুঁজিবাদের অশুভ মিলনের ফলে মানবিকতার কতখানি বিচ্যুতি ও ক্ষয় হতে পারে - তা যেমন নাট্যের দেখানো আবার বিপরীত মানব মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়, তা নাটকীয় ঘটনা সংযোগের দ্বারা বলা হয়েছে, এই নাটকে দেখা যায় উত্তরকূটের রাজা রণজিৎ শিবতরাইয়ের নিরীহ প্রজাদের শাস্তি দিতে মুক্তধারার উপর বাঁধ দিয়ে জলের জল রোধ করতে চেয়েছেন। যন্ত্ররাজ তিনটি এই বাঁধ নির্মাণের রাজার অনুগত প্রজাদের আহ্বানে হয়েছে। এই অন্যায় কাজটি সমর্থন করেনি রণজিৎ পুত্র অভিজিৎ, তিনি শিবতরাইয়ের প্রজাদের পক্ষে নিয়ে দাঁড়িয়ে, রাজপুত্র বৈরাগীকে সাথে নিয়ে পিতা রণজিতের বিরুদ্ধে লড়াই-এ নামলেন, মুক্তধারার বাঁধ ভেঙে জল মুক্ত করে শিবতরাইয়ের মানুষের তৃষ্ণার জল ফিরিয়ে দিলেন নিজের জীবন উৎসর্গ করে, এই ভাবেই প্রকৃত মানবতার মুক্তি হল।

শীলা ভট্টাচার্য
১১/০৪/২০

প্রিয় ছাত্রছাত্রী,

গত 9.04.20 তে আমাদের পাঠ্য 'রবীন্দ্রনাথের' জীবনকাল পর্যায়ের আলোচনা পাঠিয়েছি। আজ রবীন্দ্রনাথের নাটক 'মুক্তধারা' সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা (ক) পাঠাচ্ছি, পরবর্তী পর্যায়ে দুই পর্বে (খ) ও (গ) (মুক্তধারার) আলোচনা পাঠাবো, কিছুদিন পর সব শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ই কিছু না কিছু পাঠ্য বিষয়ের উপর আলোচনা পাঠাবো চালাই আমাদের ওয়েবসাইটে (Web. Site)